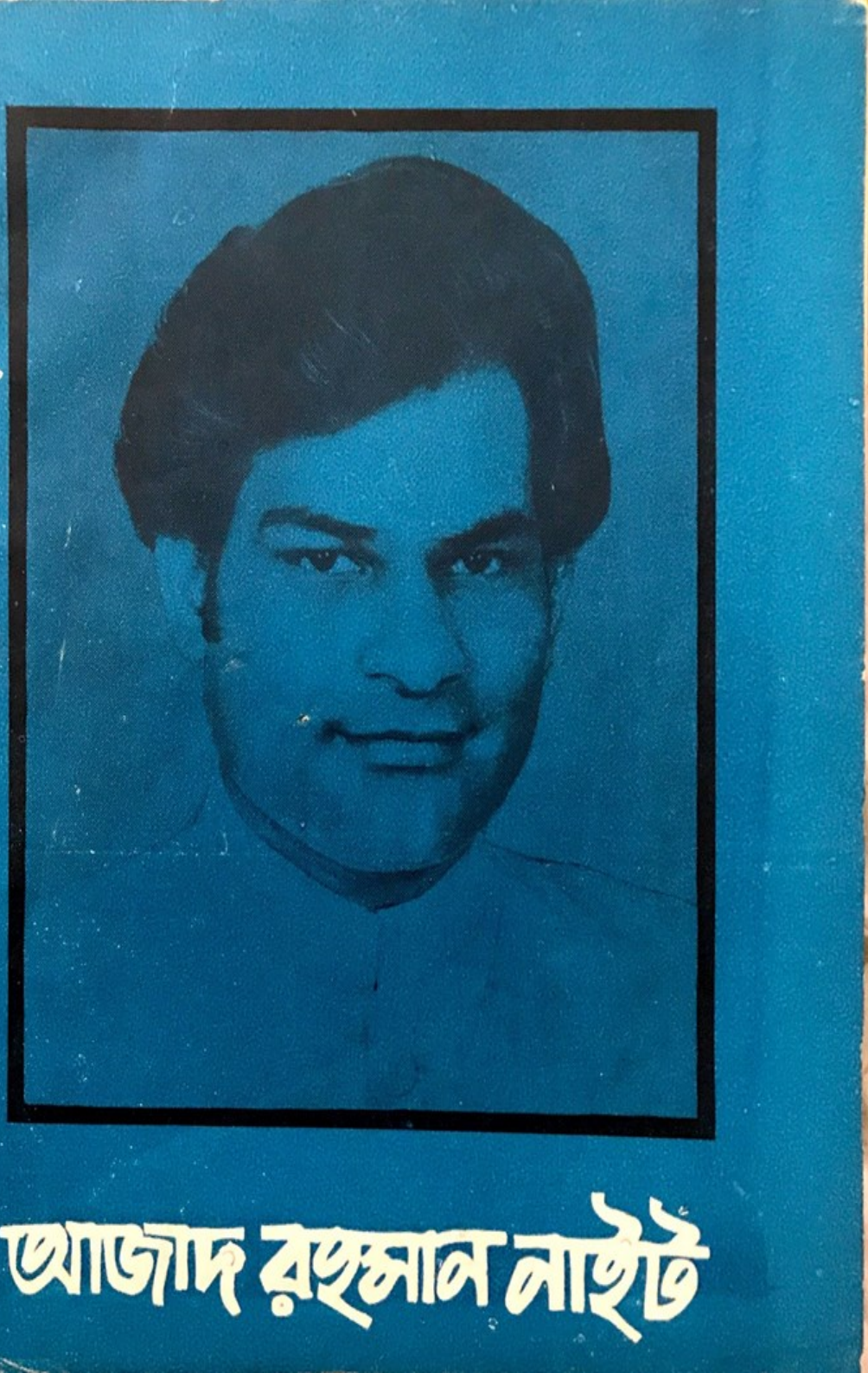
আজাদ রহমান লাইট

আজাদ রহমান নাইট

ব্যবস্থাপনা—শতরূপা

সম্পাদক : হাসান ফকরী

আজাদ রহমান নাইটের নক্ষত্র রাজি

—সাবিনা ইয়াসমীন, শাহনাজ রহমতুল্লা, আনজুমানআরা বেগম, সেলিনা আজাদ, মাহামুহুম্মবী, সৈয়দ আঃ হাদী, এম, এ, হামিদ, মোঃ আলী সিদ্দিকী ও খুরশিদ আলম।

আজাদ রহমান নাইটের রজনী গন্ধা

—কবরী, অলিভিয়া, ববিতা, সুজাতা, সোহেল রানা, আজিম ও রাজ্জাক।

বন্যার্তদের সাহায্যার্থে আয়োজিত আজাদ রহমান নাইট। স্থান : হোটেল পূর্বাণী ১০ ও ১১ই সেপ্টেম্বর রাত ৭-৩০ মিনিট।

শতরূপা

সদস্যবৃন্দ

জনাব রণেশ কুশারী
,, হাবিবুর রহমান
,, শেখ নূরুল হুদা
,, সরোয়ার জান চৌধুরী

জনাব আজাদ রহমান
,, কে, এ, মান্নান
,, আবদুর রশিদ খাঁন
,, মুজিবর রহমান খাঁন

জনাব তালেবুর রহমান
,, মফিজুল হক
,, সৈয়দ শামসুল হুদা
মিসেস রানু রেজা
মিসেস নমিতা আনোয়ার

জনাব ফজলে নিজামী
,, আবদুল মালেক খাঁন
,, চৌধুরী মাহবুব জান
,, এ, এইচ, এম আবদুল হাই
,, হাসিবুল হোসেন
,, সিরাজুদ্দীন আহাম্মদ

ভাদ্র পঁচিশ
তেরশ একাশি

আজাদ রহমান নাইট উপলক্ষে

কিছু তথ্যবহুল রচনা

রচয়িতা

অধরা গোলাপের সুরভি। সুরকারের নূতন পদক্ষেপে কণ্ঠশিল্পির দু'টি কথা। সময় সচেতনতার সুরকার ও তাঁর অমূল্য কৃতিত্ব।

সিরাজুল ইসলাম। আঞ্জুমান-আরা বেগম। সুমন সিরাজি।

ব্যতিক্রমধর্মী আজাদ রহমান। এ দেশের শিল্পি, সুরকার ও গীতিকার। অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী আজাদ রহমান।

সাবির আহাম্মদ চৌধুরী। জেব-উন-নেছা জামাল। চিন্তাগী রিপোর্ট।

নিরীক্ষামূলক সঙ্গীত ও আজাদ রহমান। সুরকার আজাদ রহমানকে।

ডাঃ আবু হায়দার সাজেদুর রহমান, হাসান ফকরী।

অধরা গোলাপের সুরভি

বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক
আজাদ রহমানকে

সিরাজুল ইসলাম

সঙ্গীতের সুরে নাকি এককালে
মরা গাছেও ফুল ফুটতো,
ধুসর মরুও নাকি ভরা নদী হোয়ে
টল্‌মল্ বিপুল জোয়ারে
দু'কূল ছাপিয়ে উঠতো,
এমন কি উর্মিলা তটিনীও সমুদ্র সঙ্গম ভুলে
সুরের সান্নিধ্য পেতে আকুল, ব্যাকুল হোয়ে ছুটতো।

আর সেই মায়াবী সুরের আকর্ষণে
সূর্য্যের রশ্মিতে বোনা
সুতীক্ষ্ণ রোদের কাঁটাজাল
ছিন্ন কোরে দুরন্ত দুপুরে
আকাশ নেমে আসতো পৃথিবীর মাঠে
রুমঝুম্ বৃষ্টির নূপুরে।
আবার কখনো শ্রাবণের সজল আকাশে
ফাগুনের আগুন জ্ব'লে উঠতো
আকাশ মাটিতে,
অনাবিল সৃষ্টির উল্লাসে।

মনে হয় তুমি সেই অতলান্ত
সুরের সাগরে বুঝি ডুব দিয়ে এলে;
বুঝি সেই সুরামৃত আকণ্ঠ কোরেছ পান,
যার স্পর্শে সব কথা হোয়ে যায় গান
সবাইকে দূর থেকে শুধু কাছে টানে।
তাই বুঝি পরশমণির মতো
পবিত্র ছোঁয়ায়
সবকিছু সাজালে সোনায়।
সাজিয়েছ সে সুরের মণি-মুক্তো দিয়ে

কবিতার নীল কণ্ঠ নীলমণি হারে,
সুরে সুরে গাঁথা সেই সুবর্ণ ভূষণে
অজস্র গানের অঙ্গ
কোরেছ অলংকৃত,
দিয়েছ জীবন।
যেন সমাধির বুক চিরে জন্ম নিলো
সঞ্জীবনী লতা।

সুকণ্ঠ নিঃসৃত সেই সুরভিত যাদুকরী সুরে—
পাষাণের বুক গ'লে হোয়ে যায় পদ্ম সরোবরে,
অথবা বয়ে যায় নির্ঝরণী ধারা।
অসুরের মন হয় সুকোমল সুরেলা সেতার,
এবং বিষধর ভুজঙ্গ বেষ্টনী
হোয়ে যায় পুষ্প স্তবক,
খুনীর উদ্যত হাত, তাও হয় শুভ্র কপোত
প্রেম, শান্তি মৈত্রীর প্রতীক।
কুসুম কোমল আর কখনো বা
ইস্পাত কঠিন সেই সুরে
বর্বরতার বিরুদ্ধে
এক একটি প্রাণ হয়
কোটি কোটি আগ্নেয়াস্ত্র,
মুক্তি যুদ্ধে মন হয় মারাত্মক
আণবিক বোমা,
যার বিস্ফোরণে ফলশ্রুতি, জ্বলন্ত প্রমাণ
আরক্তিম এই স্বাধীনতা,
এই মুক্ত বাংলা
স্বাধীন বাংলাদেশ।

কস্তুরী সুগন্ধ কিংবা
চন্দন বনের মুগ্ধ চন্দনা বাতাস
অথবা জাফরান জৈত্রিক, লবঙ্গ, এলাচ
আর—
দারুচিনি দ্বীপের সুবাস
এবং সমস্ত জানা অজানা ফুলের সৌরভ

সুরকারের নতুন পদক্ষেপে কণ্ঠশিল্পির দুটি কথা

আনজুমানআরা বেগম

মানুষ প্রেরণা চায়—আবার এই মানুষই প্রেরণার উৎস। শিল্পীর জীবনে এই দ্বিধারা প্রেরণার যে কি অপরিসীম মূল্য তার মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করবার ক্ষমতা আমার নেই। শিল্পী তার মনের মাধুরী মিশিয়ে যা কিছু সৃষ্টি করে তার চুলচেরা সমালোচনা কামনা করে। প্রকৃতই যিনি শিল্পী তিনি উভয়েরই প্রত্যাশী—কখনও জয়ের বরণমালার আবার কখনও বা পরাজয়ের। কোনো সৃষ্টিই সমালোচনার উর্দ্ধে হ'তে পারে না। সমালোচনার প্রকৃত অর্থই যে ভালমন্দ দু'দিক তুলে ধরা। মানুষের সহজাত বৃত্তির মত শিল্পীও তাই আলোচিত হতে চান। হোক না তিনি কথার শিল্পী, সুরের শিল্পী অথবা কণ্ঠের। একটি গানের স্বতঃস্ফূর্ত গতিপ্রবাহ নির্ভরশীল এ ত্রয়ী ধারার উপর। আর গতিপ্রবাহকে সমৃদ্ধিদান করবার ক্ষমতা ও দায়িত্ব একমাত্র শ্রোতার। সর্বস্তরের মানুষের মত শিল্পী স্বীকৃতি চায় তার জীবদ্দশায়।

অতএব আকাশের সূর্যটা তার দুই ব্যক্তিত্বের ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর। সারাদিনের যে সূর্য সে সূর্য আপন দুর্দন্ত প্রতাপে দেদীপ্যমান—আর সন্ধ্যার বিদায়ীসূর্য ফেলে আসা দিনের স্মৃতিভারে ভারাক্রান্ত। দেবার ক্ষমতা দুই ব্যক্তিত্বেরই। তবে প্রশ্ন কোনটা নেব? সারাদিনের ঔজ্জ্বল্য না সন্ধ্যা সূর্যের আবীর রঙ। না আর আবেগ প্রবণতা নয়, ঐ জ্বলন্ত লাল সূর্যকেই চিনে নেব এবার থেকে। সঙ্গীতাকাশের জ্বলন্ত-সূর্যকে তার জীবনবেলায় চিনিনি আমরা কেউ-ই। তার শেষবেলায় শুধুমাত্র আবেগ প্রবণতা দিয়ে, দু'ফোটা চোখের পানি ফেলেই চিনলাম। সোনার বাংলার সোনারঙ ধানের প্রতিটি শীষে যে সূর্য-কণ্ঠ সোনার পরশ বুলিয়ে দিত সে আবদুল আলীমকে তাঁর উপযুক্ত মূল্য দিয়ে ধরে রাখতে পারলাম না। বন্যা কবলিত ভাগ্য বিড়ম্বিত বাংলার মানুষের পরবর্তী বিপর্যয় হয়ে এলো আবদুল আলীমের মৃত্যু।

আজকে আজাদ রহমান রজনীর শুভ সঙ্গীত সন্ধ্যায় আমার একমাত্র কামনা —সূর্যকে যেন আমরা তার উজ্জ্বল লগ্নে চিনে নিতে পারি—অস্ত লগ্নে নয়। আজাদ রহমান তাঁর আপন ঔজ্জ্বল্যে ছড়িয়ে পড়ুন এদেশের আনাচে কানাচে—সমগ্র বিশ্বে। তাঁর সুরের সিড়ি ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাক এদেশের কথা-শিল্পী ও সুর-শিল্পীকে। এমন শত রজনীতে আমাদের ত্রয়ী প্রচেষ্টা শতধারা বয়ে আনুক।

সময় সচেতনতার সুরকার ও তাঁর অমূল্য কৃতিত্ব

সুমন সিরাজী

বাঁধ ভাঙ্গা জোয়ার য্যামন কূলের খর কুটোকে ভাসিয়ে নিয়ে সেখানে এক নির্মল বিশুদ্ধতাময় অনাবিল সৃষ্টির পরি-পূর্ণতায় ভরিয়ে দেয়, তেমনি একটানা সুরের ভাঁটা পরা সীমিত নদীতে সুরের বৈচিত্র-দোলা আর প্রাণাবেগ গতিময়তা নিয়ে সুরের জোয়ারে সময় সচেতনতার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন যিনি; তিনি সুরের জগতে সবার কাছেই একনিষ্ঠভাবে পরিচিত এবং অতি জন-প্রিয়। তিনি আর কেউ নন,—দু'শব্দ বিশিষ্ট একটি নাম—আজাদ রহমান।

গত কয়েক বছর ধরে তাঁর নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ঢাকা বেতার, টি, ভি, তথা চলচ্চিত্র জগতে সংগীতানুষ্ঠানের যে মোড় ফিরিয়েছেন, তাঁকে "এক তরঙ্গ" বলা যায় অনায়াসে। বলা বাহুল্য—আধুনিক গানের মরা জোয়ারে তিনি-ই প্রাণের জোয়ার বয়ে এনেছেন। একেক সময় ভিন্ন স্বাদের ভিন্ন বৈচিত্রের আস্বাদন খুঁজে পেয়েছি তাঁর সুর-লহরীতে।

যারা তাঁর সুরের খেয়ায় চ'ড়ে দিগ হ'তে আদিগন্তের সীমানায় বেড়িয়েছেন, তারা অনায়াসেই বা বিনা দ্বিধায় স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে পরম নিঃশ্চিন্তে অকপট মনের মুক্তাকাশে বিচরণ করবেন, সন্দেহ নেই।

উদাহরণ স্বরূপ—কোন দূর দেশে বন্ধু-বান্ধব মিলে পিকনিক বা বনভোজন কালে যে উদ্দিপনাময় সীমাহীন সুখানুভবকে চিরন্তন করার প্রয়াসে ফুটিয়ে তুলেছেন,—

—"আহা, পিকনিক পিকনিক পিকনিক
... ...এই মন খুশীর হাওয়ায় উড়ে যায়..."। গানের

প্রাণ মাতানো, উদাস করা সুরে, তা অভূত পূর্ব।

কখনো আবার, অবুঝ শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে শিশুর মাতা অনেক সময় অনেক কিছুর অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। তখন সুরকার এগিয়ে এসে শিশুর মাকে ছল করে শিশুকে রাক্ষসদের ভয় দেখাবার ইঙ্গিত দিয়ে গান গেয়ে ঘুম পাড়াতে বলেছেন অতি নাটকীয় ভঙ্গিতে। সেই গানের ভাষায় যে নাটকীয় ভঙ্গি রয়েছে, তা সুরে সুরে মধুময় ক'রে ভ'রে তুলেছেন সেই মুহূর্তটিকে,—

ছোট্ট খোকা ঘুমিয়ে পড়ো
রাক্ষসেরা বেজায় বড়ো
চারিদিকেতে চলছে শুধু ধুপধাপ ২ ॥"...

আবার, প্রিয়জনের মধু মিলনের মাঝে যখন বেদনার পুঞ্জিভূত শোকাশ্রু দেখা দেয় প্রিয়ার আঁখি সরোবরে, তখন প্রিয়, শান্তনার চির অমোঘ বাণী শুনিয়ে যায়। প্রথাগত প্রবোধ দিয়ে তার প্রিয়ার হাত শপথ ক'রে যখন বলছেন—

—"তোমার দু'হাত ছুঁয়ে শপথ নিলাম
থাকবো তোমারি আমি কথা দিলাম।

... ...মিছে আকুল হ'য়ে কেন কাঁদো
যেতেই হবে যদি কেন সাধো
আসবো আবার ফিরে বলে গেলাম"।

তখনি সুরকার সঙ্গে সঙ্গে সুরের জালে ধ'রে ফেললেন কথাগুলিকে সুন্দর ক'রে।

আবার প্রেমিক প্রেমিকার মনের কথা কিংবা মনের ঐকান্তিক উল্লাসিত বাসনাকে চরিতার্থ করার অনুপম প্রয়াস দেখা গ্যাছে তাঁর সুর-ঝংকারের অতি নিপুম পরশে,—"দু'টি পাখী একটি নীড়/একটি নদীর দু'টি তীর/,দু'জনে দু'জনার মনে বাঁধে বাসা, জানি তারি নাম প্রেম, তারি নাম ভালোবাসা"॥

অথবা—"ক্ষণিকের ভালোলাগা/মনেতে দোলা দিয়ে/হলো যে ভালবাসা কাহার ছোঁয়া নিয়ে" ॥

শুধু তাই নয়। কখনো আবার দু'জনার মাঝে বিরহের আগমনে উভয়েই বেশ সতর্ক। এটাই হয়তো স্বাভাবিক জীবনের পরিচায়ক। হাসির মাঝেই জানি বিরহের বেদনার রাশি। তাই একান্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ দূরে থাকার চেষ্টায় নিয়োজিত। কখন যে প্রেয়সী প্রিয়কে অতি কাছে আসতে বারণ করে দিয়ে বলেছেন,—'আমায় এতো ভালবেসোনা/তোমায় পেয়ে হারাতে পারি। তাই মিনতি করি কাছে এসোনা"॥ তখনি সুরকার বিয়োগান্তক সুরের মূর্ছনায় ভাসিয়ে দিলেন প্রিয়ার অতি মিনতি মাখা সকরুণ বক্তব্যকে।

এ'রকম প্রতিটি সুরের দৃষ্টান্ত খাতার পাতায় তুলে ধরলেও মনে করি শেষ করা যাবেনা।

এবার চলচ্চিত্র জগতে আসা যাক। আজাদ রহমানের প্রথম সুরারোপিত ছবির নাম 'আগন্তুক'। এ'ছবির প্রায় প্রতিটি গানের সুর মানব হৃদয়ের আশা-আকাংখা, হতাশার কেন্দ্রিভূত কল কল ধ্বনির মূর্ছ ব্যঞ্জনা সর্বদা সবার মনকে আকর্ষণ করবে। যেমন—"আমি যে কেবল বলেই চলি/তুমিতো কিছু বলোনা"। অথবা—"বন্দি পাখীর মতো মনটা কেঁদে মরে" ইত্যাদি। আগন্তুকের পর তাঁকে চলচ্চিত্র সাগরে আর সুরের খেয়া বাইতে দেখিনি। কিন্তু ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"A tree is known by its fruits". তাই যখন তাঁর সুরের গতি ক্রমান্বয়ে উদ্বেলিত আর উৎক্ষেপন ঢেউয়ের দোলায় দুলতে লাগলো, ঠিক তখনি আবার তাঁর সুরের মূর্ছনায় তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলাম "প্রিয়-তমা" ছবি দেখে। তারপর সুরের ঢিল যখন 'রাতের পর দিনে এসে লাগলো, তখন আমার টনক নড়লো।

এ'পর্যন্ত আজাদ রহমান অনেকগুলো ছবির সুরারোপ করার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর সম সাময়িকে এমন নিরীক্ষামূলক সুরের জগতে প্রতিষ্ঠাতা বা অগ্রসর হোননি, এমন কথা আমি বলছিনা। তবে বলতে হয়,—তাদের অগ্রসরতার পিছনে আজাদ রহমানের সুরের পরীক্ষামূলক নিরীক্ষার অবদান অনেকখানি। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও তাঁর প্রতিষ্ঠাতা বা খ্যাতি অর্জন বাড়বে বই কমবে না। তাঁর জীবন দীর্ঘ হউক এই কামনা করি।

ব্যতিক্রমধর্মী আজাদ রহমান

সাবির আহমেদ চৌধুরী

আজাদ রহমানের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়। যদিও বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরকার হিসাবে অনেক আগ থেকেই তাঁকে জানতাম। তবে সে জানা ছিল, বাহির থেকে ভিতর থেকে নয়।

কোন মানুষই সর্বগুনে গুনান্বিত হইতে পারেনা, দোষ গুণের সমন্বয়েই মানব চরিত্র। যে চরিত্রে একদিক গুণের সমাবেশ লক্ষিত হয়, সে চরিত্রই উত্তম এবং সকলের অনুকরনীয়। এমন দুর্লভ চরিত্রের লোকই সমাজের কাম্য তাদের নিয়েই ধন্য হয় সমাজ। আজাদ রহমানের চরিত্রে একদিকে গুণের সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার জন্য তিনি আমাদের সকলের গর্বের পাত্র।

তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পরিশ্রমী ও বিনয়ী। তিনি সামাজিক, সৌজন্যতা বোধ ও তাঁর অতি প্রখর। তিনি স্পষ্টবাদী, উচিৎ বলতে কখনো দ্বিধা করেন না। ধৈর্য্য ও সাহসের সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করিয়া থাকেন।

সুর, তাল লয় সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান না থাকিলে কোন গীতিকারের কাছ থেকে যেমণ ভাল গীতি রচনা আশা করা যায় না, তেমনি কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে সাধারণ ধারনা না থাকিলে কোন সুরকারের কাছ থেকেও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আশা করা যায় না। এদিক থেকে আজাদ রহমান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি যে শুধু ভাল সুরসংযোজন করে থাকেন তা নয়, একজন উচুদরের গীতিকার ও বটে। তিনি যে সকল গানের সুরারোপ করেন, সে গুলিতে সময় সময় এমন নতুন শব্দ সংযোজন করে দেন, যাহা গানের মুল্য বোধকে ব্যাপক হতে ব্যাপকতর স্তরে পৌছাইয়া দেয়।

ধর্মীয় গান নিয়া আমরা আজ কেউ বড় একটা ভাবিনা। বরং এ গুলিকে অনেকেই সেকেলে বলিয়া মনে করি। সত্য—সনাতনকে বাদ দিয়া অতি আধুনিকতার মোহে প্রায় সবাই অন্ধ। ধর্ম এবং ধর্মীয় গান ও শিক্ষাই যে কেবল মানুষের মানবিক চেতনা বোধকে সঠিক পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সে কথা আমরা আজ ভুলে গিয়াছি। ধর্মীয় ও আধ্যাতিক গানের প্রতি আজাদ রহমানের প্রগাড় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে। আল্লা খোদা বিষ্ণ হরির তফাৎ তিনি খুঁজে পান না।

পৃথিবীর সব কিছুই আল্লার। তাঁর ইচ্ছায়ই সব কিছু হয়। সকল মানুষ সমান। কারণ মানব মাত্রই আল্লার সন্তান। জগতের সকল দেশের সকল যুগের, সকল মহাপুরুষ একই মূল সত্যের সাধক। সকল মহাপুরুষের বানীই মানব জাতির পরম সম্পদ ও কল্যান কামী। মানবের জাতি এক, ধর্ম এক। কারণ সকলের স্রষ্টা এক। সবার ঘরের ছাউনী এই উন্মুক্ত আকাশ। আমরা আজ এই সত্যকে ভুলে গিয়া, আত্মকলহে ধ্বংসের পথে নেমেছি। মারণাস্ত্রের প্রতি যোগীতায় উন্মাদ।

মানুষ যখন সর্বশক্তিমান আল্লাকে ভুলে যায়, তাঁর নির্দেশীত পথে আর চলে না, তখন নেমে আসে আল্লার তরফ থেকে নানা প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়, আল্লার গজব। আজাদ রহমান এ সত্যকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন।

সব প্রশংসা আল্লাহর। আজাদ আমাদের সকলের সম্পদ। আল্লাহ্ তাঁকে দীর্ঘজীবি করুন।—আমীন।

এদেশের শিল্পি সুরকার ও গীতিকার

জেব-উন-নেসা জামাল

বাংলাদেশ গানের দেশ কিন্তু এ দেশে কণ্ঠশিল্পী সুরকার ও গীতিকারের সুযোগ স্বীকৃতি বা সম্মান কতটুকু এ প্রশ্ন বারবার আমার মনে জেগেছে। এই সেদিন—গত ৫ই সেপ্টেম্বরে--আমরা যে অনন্য প্রতিভাশালী শিল্পীকে হারালাম সমগ্র উপমহাদেশে তাঁর তুলনা কোথায়? মরমী সঙ্গীতসাধক শিল্পী আবদুল আলীমের মতো অপূর্ব কণ্ঠস্বর আর কবে কোথায় শুনতে পাবো? অপরিমেয় সুধা ঢেলে গানের বুলবুলি শেষ পর্যন্ত শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে গেছে। কিন্তু শিল্পী আলীমের লোকান্তর গমনের পর একথা কি সূক্ষ্ম একটা কাঁটার মতো আমাদের মনে বিধছে না যে তিনি যত বড়ো শিল্পী ঠিক তত বড়ো করে তাঁর সুস্থ জীবনে আমরা তাঁকে যেন দেখতে পারিনি, চিনতে পারিনি। কিছু দিন পূর্বে আর একজন প্রখ্যাত শিল্পী ও সুরকার কমল দাশগুপ্তের মৃত্যু হয়। তাঁর ব্যাপারেও আমরা দেখেছি জীবনান্ত ঘটার পর তাঁর অসাধারণ প্রতিভা সম্পর্কে কাগজে কাগজে দীর্ঘ আলোচনা ছাপা হয়েছে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে যে কোনো স্বীকৃতি দেয়া হয়নি সে নিয়ে বিস্তর দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে কিন্তু আমার বলবার কথা এতে লোকান্তরিত শিল্পী বা সুরকারের কতোটুকু আসে যায়। শুধু কমল দাশগুপ্ত নয় ইয়ুসুফ খান কোরাইশী মুন্সী রইসউদ্দীন প্রমুখ অনেক সুরসাধক ও শিল্পীকেই আজ পর্যন্ত নৈরাশ্যমাত্র পুঁজি করে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, পরিবারকে সেই সঙ্গে দিয়ে যেতে হয়েছে বিপুল দারিদ্রের উত্তরাধিকার। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না বোঝার ব্যাপারটি সর্বদেশে সর্বকালেই ছিল বা আছে স্বীকার করি কিন্তু আমাদের দেশে গুণীজন সাধারণতঃ জীবিতাবস্থায় মর্যাদা পায় না, মর্যাদা পায় মৃত্যুর পর—এ কথা অপ্রিয় হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই।

গানে যিনি সুর সংযোজনা করেন সেই সুরকারের প্রসঙ্গে আসা যাক এবার। যে কোন গানকে প্রাণময় করে তোলে সার্থক সুরকারের দেয়া সুর। গানের বাণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুরারোপ করতে গেলে যে জ্ঞান সাধনা শ্রম ও কল্পনার প্রয়োজন তার মূল্য কম নয় অথচ কতোটুকু স্বীকৃতি পান আমাদের দেশের সুরকারেরা। আমরা প্রতিদিন বেতার মারফত যে সব গান শুনে থাকি তার অধিকাংশ পরিবেশিত হয় সুরকারের নামোল্লেখ ছাড়াই। তাছাড়া সুর সংযোজনার জন্য সব সময় পারিশ্রমিকের ব্যবস্থাও থাকে না অথচ অন্যান্য দেশে (বেশী দূরে না গিয়ে আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের দিকে তাকালেও আমরা দেখতে পাই) কেবলমাত্র সুরসংযোজনাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেই সুরকার জীবিকা অর্জন করতে পারেন এমনকি বিপুল অর্থ ও সম্পদের অধিকারী হতে পারেন।

এবার আসা যাক গীতিকারের কথায়। বাংলাদেশে কবিতা লেখকের যে সম্মান রয়েছে গান লেখকের তা নেই। গীতিকারের গান লেখা ব্যাপারটি অনেকেরই কাছে এখনো অবজ্ঞেয়। আমার পরিচিতা এক মহিলা স্পষ্ট তাচ্ছিল্যের সুরে একদিন বলছিলেন: ভাবতে অবাক লাগে—গোটা দেশ যখন সমস্যায় জর্জরিত তখন গীতিকার বসে বসে পরমানন্দে গান রচনা করছেন। শুনুন কথা! ভদ্রমহিলার মন্তব্যের জবাবে সমগ্র গীতিকার সমাজের হয়ে বলতে ইচ্ছে করে:

জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ায় যে
আমি নাকি সেই সে গীতিকার
ছ'চোখ বাঁধা পাইনে দেখতে কে
দুঃখে শোকে যন্ত্রণাতে করছে হাহাকার॥

নিরোর মতো বাজাই নাকি বীণা
আগুনদামে বাজার যখন পোড়ে রোমের মতো
হাল্কা কথায় মুখর হয়ে উঠি
ঘনিয়ে ওঠে এ সংসারে জটিলতা যত
সুখের ছবি দেখাই সবাইকে
সুখ এনে তো দিইনা তাদের যাদের দুঃখ সার॥

জানি আমি আমার গানের মাঝে
পাওনা খুঁজে অবিকল এই জীবনখানার দেখা
তবু কি পাও না কিছুই মোটে
দুঃখভোলা একটু দোলা একটু খুশির রেখা
একটু বিরাম স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল
সংগ্রামেতে সমস্যাতে মনটা যখন ভার॥

কে না স্বীকার করবে পৃথিবীর কাব্য সাহিত্য শিল্পকলা সঙ্গীত প্রাণের আত্যন্তিক তাগিদ থেকেই জন্ম নেয়। আর গান বলতে কি শুধু রোম্যান্টিক গানই (যদি সেই জাতীয় ধারণায় গানের প্রতি কারো মনে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়) বোঝায়—গান কি দেশাত্মবোধক হয় না, মারফতী, মুর্শিদী হয়না, হয়না শিক্ষামূলক? আবার রোম্যান্টিক গান বা প্রেম সঙ্গীতই কি জীবনবহির্ভূত কিছু?

অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী
আজাদ রহমান

বাংলাদেশের চির সবুজ কিছু আধুনিক গানের মধ্যে একটি : আমি যে কেবল বলেই চলি তুমি তো কিছুই বলো না।'

শাহনাজ বেগমের কণ্ঠে এই গানটির সুর রচনা করেছিলেন আজাদ রহমান বাবুল চৌধুরী পরিচালিত আগন্তুক ছবির জন্যে। প্রায় বছর পাঁচেক আগে।

আগন্তুক রিলিজ হলো। ছবিটা লোকে ভুলে গেল। কিন্তু গানগুলো—বিশেষতঃ আমি যে কেবল বলেই চলি—লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগলো এবং গানের এই জনপ্রিয়তা দেখে সেদিন অনেকেই ভেবে নিলেন : 'সুরকারের মত একজন সুরকার এলেন চিত্রজগতে।'

কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্যি, পাঁচ বছর আগে এক আগন্তুক সুরকার হিসেবেই ছবিতে বুঝি এসেছিলেন। কারণ আগন্তুকের পরেও আজাদ তবু দূরের রইলেন রইলেন বেতারই। নতুন কোনো ছবির সুরকার হয়ে তাঁকে আসতে দেখা গেল না।

কেন এমনটি হলো জানি না। তবে তিয়াত্তরে আলোড়ন হয়ে ছবির জগতে আজাদ রহমানকে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেখে সেই প্রবাদই মনে পড়ে, গুণীর গুণ লুকিয়ে থাকে না। সময় লাগলেও গুণের কদর হবেই।

তিয়াত্তরে আমাদের চলচ্চিত্র সংগীতে বহুল আলোচিত নাম এই আজাদ রহমান। চার বছরের নীরবতার পর হঠাৎ তিনি অশোক ঘোষ পরিচালিত 'প্রিয়তথা'র সুরকার হয়ে ছবির জগতে এলেন। তারপর মোহসীন পরিচালিত রাতের পর দিন। এই দু'টি ছবি মুক্তি পাবার পরেই সারা চিত্র শিল্পের দৃষ্টি নতুন করে পড়লো আজাদ রহমানের ওপর। প্রিয়তমার 'আমার এই কলজেটা' 'আমি তোমার আপন হাতে চাই', রাতের পর দিনের 'কচি ডাবের পানি', 'সোনার এই দেশে', হুঁশিয়ার' প্রভৃতি গানগুলোর লোকপ্রিয়তা আজাদ রহমানকেও লোকপ্রিয় করে তুললো। আর তারই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল চিত্র শিল্পে। রাতের পর দিনে'র পর আজাদ রহমান তাই প্রায় বিশটি ছবির সুরকার হিসেবে পরিচিত হলেন। এসব ছবির মধ্যে রয়েছে আজিম পরিচালিত টাকার খেলা, মাসুদ পারভেজ পরিচালিত মাসুদ রানা, খালেদ হাশিম পরিচালিত কুয়াশা। রুমী জালাল পরিচালিত চুমকি। শেখ আলাউদ্দিন পরিচালিত বাসর রাত। মুস্তাফিজ পরিচালিত মায়ার বাঁধন। মোহসীন পরিচালিত বাঁদী থেকে বেগম প্রভৃতি। কলকাতার পরিচালক সুশীল মজুমদারও তাঁকে চুক্তিবদ্ধ করলেন তাঁর বাংলাদেশে নির্মিতব্য ছবি অনন্যার জন্যে।

তিয়াত্তরে তাঁর এই ব্যস্ততা এবং জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ, তাঁর গানের সুরারোপে সবাই খুঁজে পেয়েছেন একটা ভিন্নতার স্বাদ। আর লোকমুখের জন্যেও গানের সুর রচনায়ও তাঁর দক্ষতার ছাপ তিয়াত্তরে পাওয়া গেছে! ষ্টুডিও মহলের একটি খবর : কয়েকটি নির্মীয়মান ছবির জন্যে আজাদ রহমান এমন সব বৈচিত্র্যময় সুর রচনা করেছেন যেগুলো প্রচারিত হবার পর আজাদ রহমান উষ্ণ পিঠার মত আদরনীয়' হয়ে উঠবেন।

—চিত্রালী রিপোর্ট

নিরীক্ষা মূলক সংগীত ও আজাদ রহমান

—ডাঃ আবু হায়দর সাজেদুর রহমান, এম, বি, বি, এস,
বি, ডি, এস, এফ, আই, সি, ডি,

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে, তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের কমার্শিয়াল সার্ভিসের আধুনিক বাংলা গানগুলো খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। এর জনপ্রিয়তা কেবলমাত্র তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, বরং এটা ছড়িয়ে গিয়েছিলো ভারতের পশ্চিম বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরা পর্যন্ত। এই বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে ছিলেন একজন নিরলস, প্রাণ-বন্ত ও গবেষক ব্যক্তি, যাঁর দু'টি শব্দের একটি জনপ্রিয় নাম, সুরকার হিসেব সে সময় প্রতি দিনই শোনা যেতো। আজাদ রহমান যেনো হঠাৎ করে আধুনিক বাংলা গানের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। আমাদের দেশের আধুনিক বাংলা গানের এক রেয়েমী-পনার ক্ষীন স্রোতে যেনো একটা নুতনত্বের ও সজীবতার প্লাবন এসে গেলো। কবি আজিজুর রহমান রচিত ও আজাদ রহমান সুরারোপিত 'একটি ফুল আর একটি পাখী' গানটি এই প্লাবনেরই প্রথম ঢেউ। তারপর অনেক নিরীক্ষা মূলক গানে সুর করেছেন আজাদ রহমান এবং আধুনিক বাংলা গান নিয়ে তিনি যেসব পরীক্ষা চালিয়েছেন তা মোটেই বিফলে যায়নি বরং সফলতায় পরিপূর্ণ হয়ে স্বাধীনতা পূর্ব ঢাকা বেতারের কমার্শিয়াল সার্ভিসকে সুরের অলংকারে রমনীয়, লোভনীয় ও শ্রুতিমধুর করে তুলেছিলো।

আধুনিক বাংলা গান নিয়ে গবেষণা করা বা এটাকে পরীক্ষামূলক ভাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি আজাদ রহমানকে সুযোগ ও প্রেরনা দিয়েছেন তিনি হলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক, জনাব সৈয়দ জিল্লুর রহমান। একজন ভালো সুদক্ষ অফিসারের দায়িত্ব হলো প্রতিভাবান বা গুণী শিল্পী, গীতিকার সুরকার ও যন্ত্রীদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের মাঝে একটা যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। জনাব সৈয়দ জিল্লুর রহমান এ দিক দিয়ে বেতার কেন্দ্রের একজন সফল আঞ্চলিক পরিচালক। তাঁর আগ্রহ বা চেষ্টা না থাকলে আজাদ রহমানের সাথে কোনদিনই আমার যোগাযোগ ঘটতোনা।

একদিন আমার ক্লিনিকে জনাব সৈয়দ জিল্লুর রহমান হাজির। তিনি যে তাঁর ওপরে ন্যস্ত দায়িত্বের তাগিদে আমার কাছে এসেছেন, তা বুঝতে পারিনি। ভাবলাম, হয়তো বা একটা 'চেক্ আপ' এর জন্য এসেছেন। 'চেক্ আপ' হয়ে যাবার পর তিনি আর ওঠেন না। বললেন "ডাক্তার সাহেব, আপনার কি একটু সময় হবে? সামান্য একটু আলাপ ছিলো।" বললাম, "বেশ তো বলুন।" প্রশ্ন হলো, "লেখা এবং গান বাজনা সব ছেড়ে দিয়ে কেবলই রোগী

নিয়ে ব্যস্ত। দেশকে কিছু দিয়ে যান—লিখতে শুরু করুন আবার।" জবাব দিলাম, "সময় হয় না, ভাই। সেই যেদিন থেকে অধ্যাপনা শুরু করেছি, তারপর থেকে আর কলম ধরতে পারিনি সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাপারে।" তিনি বললেন, "একটু চেষ্টা করলেই সময় করে নিতে পারবেন। কিছু ভালো গান আমাদের দরকার। আধুনিক বাংলা গানে আমরা বড়ো পিছিয়ে রয়েছি। রেডিয়োর জন্য কিছু গান লিখে দিন না।" প্রশ্ন করলাম, "আপনার সুরকার কোথায়? সুরের মাঝে বৈচিত্র আনতে পারেন এমন কেউ আছেন কি? আমি তো বহুদিন হলো বিদায় নিয়েছি এ লাইন থেকে।" সৈয়দ জিল্লুর রহমান দিল খোলা হাসি হেসে বললেন, আছে, আছে। আগামীকাল নিতে আসবো। দেখলে পছন্দ হবেনা, কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী মানে টেরিফিক।"

পরদিন জিল্লুর রহমান সাহেব তাঁকে সাথে করে নিয়ে এলেন আমার ক্লিনিকে। দেখলাম তাঁকে। বছর পঁচিশের একজন সুঠাম দেহী যুবক হাতে কালো রঙের একটি পেট মোটা ব্যাগ। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালাম সৈয়দ সাহেবের দিকে— ভাবখানা এই যে এ ছোকরা আবার সুর করবে কি? গান-বাজনা কি ছেলের হাতের মোয়া? সৈয়দ সাহেব স্মিত হেসে বললেন, "বুঝেছি বাজিয়ে দেখতে পারেন—সেকি নয়। আমি তো বাজিয়ে নিয়েছি।" আজাদ রহমানকে অনুরোধ করলাম বাসায় আমার সাথে দেখা করতে। একটা ছুটির দিনে বসে বসে গান-বাজনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করা যাবে।

আজাদ রহমান তখন 'ছায়ানট' এ শিক্ষকতা করতেন। আমার বাসার পাশেই এই সংগীত বিদ্যালয়ের ক্লাস হতো সপ্তাহে দু'দিন। এক রবিবারে আজাদ রহমান আমার বাসায় এলেন—গিলে করা পাঞ্জাবী গায়, পরিধানে শান্তি নিকেতন মার্কা ঢোলা পায়জামা, গলায় একটা চাদর—মানে শাল (এটাকে নাকি ওপার বাংলার শিল্পী মহলে 'উত্তরীয়' বলা হয়) আর পায়ে স্লিপার—যেনো একটা উস্তাদ উস্তাদ ভাব আর যোনো ইচ্ছে করেই বয়সটাকে বাড়াবার ব্যর্থ প্রয়াস করা হয়েছে। হাতে কিন্তু ধরা রয়েছে সেই কালো পেট মোটা ব্যাগ খানা। ব্যাগ থেকে অনেক কিছু বেরুলো আলোচনা শুরু হবার পর। শুনলাম, তিনি কলকাতার বিখ্যাত ক্ল্যামিক্যাল গাইয়ে শ্রী তারাপদ চক্রবর্তীর শিষ্য। দেখলাম কয়েকটা ছবি। একটায় দেখা যাচ্ছে তিনি শ্রীমতি পদ্মজা নাইডুর (পশ্চিম বাংলার সাবেক গভর্ণর) কাছ থেকে ডিপ্লোমা গ্রহণ করছেন। আজাদ রহমান কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটি অব ফাইন আর্টস থেকে মিউজিকে ডিপ্লোমা পেয়েছে—ক্যামিক্যাল মিউজিকে ফার্স্টক্লাশ ফার্স্ট। অপর ছবিটা দেখলাম বোম্বের বিখ্যাত 'ফিল্ম ফেয়ার' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। কি একটা বাংলা ফিল্মের তিনি মিউজিক ডিরেকশান দিচ্ছেন—বিখ্যাত গায়ক মান-বেন্দ্র মখার্জী ও বিখ্যাত গায়িকা প্রতিমা ব্যানার্জি তাঁর সুরে গান গাইছেন।

ফিল্ম ফেয়ারে প্রচুর প্রশংসা করা হয়েছে আজাদ রহমানের। তাজ্জব হয়ে গেলাম। পরে যখন ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি আজাদ রহমানের সাথে, তখন দেখেছি, তাঁর রয়েছে একটি প্রকৃত শিল্পী মন, একটি সত্যিকারের কবিমন। আর হারামানিয়মের ওপরে তাঁর আঙ্গুলগুলো চলো বিদ্যুৎ গতিতে। এতো সুন্দরভাবে হারামানিয়মকে কর্ড দিয়ে একোর্ডিয়ানের মতো বাজাতে আর কখণো দেখিনি। যাক, একটা গান লিখে দিলাম। সুর হলো—শুনলাম। চমৎকার সুর—ভাবের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে সুর—চমৎকৃত হলাম। গান-টার প্রথম কলি ছিলো "রাত্রি ঘনায় আঁধারের ডানা মেলে"। গানটা শেখানো হলো সাবিনা ইয়াসমিনকে। সাবিনা ইয়াসমিন তখন সবেমাত্র ছোটদের আসর থেকে প্রমোশন পেয়ে বড়দের আসরে প্রবেশ করছেন—তখনো ফ্রক পরা একটি মেয়ে—চমৎকার কণ্ঠ। গান খানা রেকর্ড হলো এবং শ্রোতাদের ভূয়সী প্রশংসা কুড়ালো। আমরা তখন ভাবছি, বিদেশী সুরকে আমাদের দেশীয় সুরের আঙ্গিকে ঢালা যায় কিনা। লিখলাম, "ক্ষণিকের ভালো লাগা মনেতে দোলা দিয়ে॥" আজাদ রহমান অপূর্ব সুর করলেন—দোলা লাগানো চটকদার সুর। কিন্তু কণ্ঠ কোথায়? কে গাইবে এ গান? এ দিকে "ওরে আমার ঝিলম নদীর পানি" গানটি গেয়ে সাহনাজ যেগম দারুন নাম করেছেন। একদিন গানটা শুনে ভাবলাম, এই সেই কণ্ঠ যা আমরা এতোদিন খুঁজেছিলাম। গানটি শেখানো হলো, রেকর্ড হলো—তারপর কমার্শিয়াল সার্ভিসে যেদিন বাজলো সেদিন সবাই চমকে গেলে— খুবই হিট করেছিলো গানটা। এরপর শাহনাজের দরদী গলার রেকর্ড করা হলো, "ওগো অভিমানী প্রিয়"। আজাদ রহমানের সুরে এই সব শিল্পীরা নতুনের আস্বাদ পেলেন—তাঁরাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন আজাদ রহমানের নিরীক্ষামূলক গানগুলোর প্রতি আর ঐ সাথে কমার্শিয়াল সার্ভিসের রেকর্ড সংখ্যাও বাড়তে লাগলো—সমৃদ্ধ হয়ে চললো কমার্শিয়াল সার্ভিস।

আজাদ রহমান ভাবছিলো দ্রুত বা দ্রুতগতি সম্পন্ন গানের কথা। আমি লিখলাম " উচ্ছল মন মোর পাখী হয়ে আজ, চঞ্চল পাখনায় উড়ে যেতে চায় "। আজাদ রহমান সুর করে সাবিনা ইয়াসমিনকে দিয়ে রেকর্ড করালেন। অপর দিকে জেবুন্নেসা জামাল লিখলেন "চঞ্চল দু'নয়নে বলো নাকি খুঁজছো"। আজাদ রহমানের নিরীক্ষা মুলক সুরে গানটি রেকর্ড করলেন আমার ভাই 'পো' মুহাম্মদ খুরশীদ আলম। দু'টো গানই শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে নতুনত্বের আস্বাদ জুগিয়ে। তাঁর নিরীক্ষা মুলক গানে খুরশীদ আলমের কণ্ঠকে নির্বাচন করে আজাদ রহমান যে মোটেই ভুল করেন নি সে কথা আজ প্রমানিত হয়েছে।

একদিন রেডিও ষ্টেশনে গেছি আজাদ রহমানের সাথে দেখা করতে। একটা স্টুডিয়োতে বসে তিনি বোধহয় কোন গানের রিহার্সেল করছিলেন। আমি

স্টুডিয়োতে প্রবেশ করে কি জানি কি ভেবে বললাম, "হাঃ হাঃ কেমন আছেন আপনারা?" আজাদ রহমান বললেন, "একটা আইডিয়া এসে গেছে।" বললাম, "কি?" "আপনি যে হাঃ হাঃ বললেন ঠিক এই ভাবে শুরু করে কোন একটা আনুষ্ঠানিক গান করা যায় কিনা?" আজাদ রহমান জবাব দিলেন। শুরু হলো ভাবনা। তারপর সৃষ্টি হলো একটি পিকনিক পার্টির গল্প, "হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ খুশীর হাওয়ায় ভেসে আজ, মন কারে পেতে চায়, জানিনা, জানিনা।" গানটি চমৎকার ভাবে গেয়ে রেকর্ড করলেন শাহ্নাজ বেগম, সাবিনা ইয়াসমিন, মাহমুদুন্নবী ও মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী। এমনি করেই জেবুন্নেসা জামালের "শনিবার শনিবার" গানটিও রচিত হয় আজাদ রহমানের অনুপ্রেরণায় ও সুরে।

ইতিমধ্যে রুমানিয়া সফর করে সৈয়দ জিল্লুর রহমান ফিরেছেন। সাথে নিয়ে এসেছেন সে দেশের 'ফোক্ সও'এর রেকর্ড। আমাদের বাজিয়ে শোনালেন এবং বললেন "এদেশের সুরগুলো বেশ মিষ্টি—এগুলো আমাদের সুরের সাথে খাপ খাইয়ে গ্রহণ করা যায় কিনা দেখুন। তবে আমাদের সংগীত সমৃদ্ধ হবে।" অনুপ্রাণিত হয়ে জেবুন্নেসা জামাল লিখলেন, "চোখ দু'টো মেলে রাখি। আজাদ রহমান সুর করলেন রুমানিয়া সংগীতকে নিজের করে গ্রহণ করে। অদ্ভুত আবেদন এলো গানটিতে। একটি মেয়ে জানালা দিয়ে যা যা দেখছে তার ছবি মনের পটে ভেসে ওঠে অপূর্ব সুরের মায়াজালে। এখানেই সুরকার ও গীতিকার ধন্য।

একটা সার্থক গানের পেছনে সুরকার ও গীতকারের পরস্পর সমঝোতা থাকা দরকার। এ ব্যাপারে কোন পক্ষকেই অধৈর্য্য হলে চলবে না। দেখা গেছে, শুধুমাত্র গানের একটি শব্দ পরিবর্তন করলে সুরটি বৈচিত্র্যময় হয়। এ সময় গীতিকার যদি সে শব্দ পরিবর্তনের জন্য মাথা না ঘামান, তবে গানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে না। সৃষ্টির বেদনা অনেক এবং এ বেদনা সহ্য করবার ক্ষমতা যাঁর নেই, তিনি সার্থক স্রষ্টা হতে পারবেন না। আজাদ রহমান এ ব্যাপারে ছিলেন নিরলস। আমার মনে আছে, গানের একটি শব্দ বা একটি কলি পরিবর্তনের জন্য তিনি আমার বাসায় অনেকবার ঘোরাঘুরি করেছেন। অপর দিকে, সুর শুনে আমরা যখন সেটাকে পরিবর্তন করবার অনুরোধ জানিয়েছি, তখনো তিনি বিরক্তি প্রকাশ না করে চেষ্টা করেছেন। একই কলির তিন-চার রকমের সুর যেটি সবার কানে ভালো লেগেছে, শেষ পর্যন্ত সেটাই তিনি রেখে দিয়েছেন। সুর সৃষ্টিতে তিনি সিদ্ধহস্ত মনে হয়, সুরের মাঝে তিনি লীলাক্রমে সাঁতার কেটে চলেছেন। শুনেছি, বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গানের সুর, উস্তাদ জমির উদ্দীন খাঁ যখন কলকাতায় 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ড কোম্পানীর ট্রেইনার ছিলেন' সে সময় তিনি এক মিনিটেই একটা বাংলা গজল গানে সুর করে

দিতেন। আর চোখের সামনে আমরা আজাদ রহমানকে দেখেছি এমনি কম সময়ের মধ্যে চমৎকার সুর করতে। হয়তো এটা সম্ভব হয়েছে আজাদ রহমানের সংগীত জীবনে ক্ল্যাসিক্যাল গানের বেস্ বা ভীত থাকার জন্য এবং ক্ল্যাসিক্যাল গানের অফুরন্ত ভাণ্ডারে তাঁর সহজ চলা ফেরায়। একবার উস্তাদ উমীদ আলী খাঁ এলেন ঢাকায়। আজাদ রহমান বললেন, "একটা বাংলা ঠুমরী গানের চেষ্টা করা হোক আধুনিক ধাঁচে।" লিখলাম "সাথী বিনা মন কাঁদে," এ গানটা উস্তাদ উমীদ আলী খাঁ রেকর্ড করলেন শ্রোতারা আগ্রাহের সাথে গ্রহণ করলেন গানটিকে।

তখন পরীক্ষা মূলক গানের ব্যাপারে যেনো আমাদের নেশা জেগে উঠলো। অনেক রাত পর্যন্ত গবেষণা করা হয়েছে সময় যে কোন দিক দিয়ে কেটে গেছে কেউ বুঝতে পারিনি। মনে আছে, অনেক দিন রাত একটায় ও আজাদ রহমানকে গাড়ী করে পল্লবীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। সে সময় তিনি পল্লবীতেই থাকতেন। শুধু আমরা নই বরং আরো অনেক গীতিকার এগিয়ে এলেন আজাদ রহমানের পরীক্ষা মূলক গানের কথা জোগাতে। আলিমুজ্জামান চৌধুরী রচিত "ও নয়ন পাখীরে" সাবিনা ইয়াসমিনের কণ্ঠে, সিরাজুল ইসলাম রচিত "তোমার দু'হাত ছুঁয়ে শপথ নিলাম" খুরশীদ আলমের কণ্ঠে ও একই গীতিকারের "দু'টি পাখী-একটি নীড়" ফরিদা ইয়াসমিন ও মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর কণ্ঠে রেকর্ড হলো এবং গানগুলো অভূতপূর্ব সমর্থন লাভ করলো শ্রোতাদের কাছ থেকে।

একটা নতুন পরীক্ষায় মেতে উঠলেন আজাদ রহমান। হঠাৎ একদিন তিনি বললেন, "ডাক্তার সাহেব, আপনার একটু কষ্ট হবে, তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি?" বললাম "কি করতে হবে?" আজাদ রহমান বললেন, "আমি প্রথমে সুর করবো, পরে আপনি সেই সুরে কথা বসাবেন। আপনি তো জীবনে গান-বাজনা-নাচ অনেক করেছেন। খুব বেশী অসুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না।" জবাবে বললাম, "বেশ, চেষ্টা করা যাক।"

এই পদ্ধতিতে প্রথমেই যে গানটি রচিত হলো, সেটা হলো জীনাত রেহানা গীত "এই চোখেতে কাজল আর মাখবোনা।" গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো। এরপর শুরু হলো এই ভাবে নতুনতর গানের সৃষ্টি নতুন আঙ্গিকের, নতুন ঢঙের গান। আঞ্জুমান আরা বেগমের গাওয়া "আমায় এতো ভালো বেসোনা ওগো" ও ফেরদৌসী বেগমের গাওয়া "প্রিয়তম, তুমি আমার জীবন" আজাদ রহমান সুরারোপিত এ গান দু'টি খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠলো নতুন সুরের আস্বাদনে।

'আগন্তুক' ছায়া ছবির জনপ্রিয় গানের মধ্যে আমাদের লেখা" আমি যে কেবল বলেই চলি (শাহ্নাজ বেগম ও মাহমুদুন্নবীর কণ্ঠে) এবং "বন্দী পাখীর মতো মনটা কেঁদেই মরে" (খুরশীদ আলমের কণ্ঠে) এই ভাবেই রচিত হয়। কাব্যিক মনটা মেজাজ শরিফে না থাকলে আমি সুরগুলোকে গলায় উঠিয়ে

নিতাম অথবা টেপে রেকর্ড করে রাখতাম। (আজাদ রহমান পিয়ানো বা হারমোনিয়ামে সুর তুলতেন এবং সেটা রেকর্ড করে রাখতাম)। পরে ভাব এলে, ছন্দ মতো কথাগুলো বসিয়ে ফোনে আজাদ রহমানকে জানিয়ে দিতাম। একটা সার্থক ও জনপ্রিয় গানের পেছনে সুরকার ও গীতিকারের যে কতটুকু ধৈর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও আগ্রহ থাকে, তা হয়তো কেউ জানেন না বা ভাববার চেষ্টা করেন না। সে নেপথ্য কাহিনী খুব রোমাঞ্চ পূর্ণ এবং সেটা জানানোর জন্যই এ প্রয়াস।

মানুষের চন্দ্রাভিযানে সারা বিশ্বে যখন খুশীর জোয়ার বইছে, আজাদ রহমান তখন কিন্তু বসে নেই। কিছুদিন পরই তিনি লোকমান হোসেন ফকিরের লেখা দুটো গান "যদি বলো ঐ চাঁদটাকে" (সৈয়দ আবদুল হাদী গীত) ও "চাঁদে যাবার সময় যখন সত্যি হয়ে এলো" (আখতার জাহান গীত) সুর করে রেকর্ড করালেন দেশবাসীকে উপহার দেবার জন্য। নঈম গহরের লেখা ফেরদৌসী বেগম গীত "হীরের আংটি ফেলে দিলেম জলে" খুরশীদ আলমের গাওয়া "তুমিই বলো কাঁচ কখনো হীরের মত জ্বলে"? গান দুটিও আজাদ রহমানের নিরীক্ষা মূলক গানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সেটা বোধহয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। আজাদ রহমান একসময় বললেন যে তিনি করাচী যাচ্ছেন কয়েকটা গান রেকর্ড করতে। সাবিনা ইয়াসমিন ও গীতিকার নঈম গহর ও যাবেন সেখানে। আমিও যেতে পারবো কিনা তা তিনি জানতে চাইলেন। বুঝিয়ে বললাম যে সরকারী চাকুরি ও প্রাইভেট প্র্যাকটিস ছেড়ে যাওয়া খুবই মুস্কিল। তবে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি সিন্ধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হয়ে যাচ্ছি এবং সে সময় যদি তাঁকে করাচীতে পাই, তবে কয়েকটা গান লিখে দেবো। আমি করাচী যাবার আগেই আজাদ রহমান ফিরে এলেন—হাতে তাঁর একটি ডিস্ক রেকর্ড। বাজালাম রেকর্ড প্লেয়ারে। অদ্ভুত সুন্দর দুটি দেশাত্মবোধক গান। গীতিকার নঈম গহরের লেখা এবং ফিরোজা বেগম, সাবিনা ইয়াসমিন ও করাচীতে বসবাসকারী বেশ কয়েকজন বাঙালী পুরুষ ও মহিলা শিল্পীদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া গান। অনবদ্য সুর ও কথা। গান দু'টি হলো—"জন্ম আমার ধন্য হলো মাগো" ও "পূবের ঐ আকাশে সূর্য উঠেছে···জয় জয় জয়.... ....জয় বাংলা।" এই গান দু'টি পরে আমাদের প্রতিরোধ আন্দোলান অপূর্ব প্রেরণা জুগিয়েছে। শুনলাম গান দু'টি রেকর্ডিং এর ব্যাপারে নানারূপ প্রতিবন্ধকতার মাঝেও সৈয়দ জিল্লুর রহমান প্রভূত সাহায্য করেছেন। তিনি সে সময় করাচী বেতারের বৈদেশিক বিভাগের পরিচালক ছিলেন।

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ওপরে আজাদ রহমানের তাগাদায় লিখলাম "কেঁদোনা কেদোনা মাগো···সালামের মত বীর সন্তান যার

তার কি সাজে কান্না?" গানটির সুর চমৎকার হয়েছিলো। আজাদ রহমানের অন্যান্য দেশাত্ম বোধক গানগুলোর পাশে এ গানটিও ১৯৭১ সালের প্রতিরোধ আন্দোলনে অনেকবার গীত হয়েছিলো।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু যখন প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিলেন, তখন আমাদের দেশের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সে ডাকে সাড়া দিলেন। ফজলে খোদা রচনা করলেন "সংগ্রাম...সংগ্রাম চলবে" এবং ডাঃ মনিরুজ্জামান লিখলেন "বন্ধু এবার তুলে নাও হাতে হাত"। এই গানগুলো তখনকার বেতার ও টেলিভিশনে দারুণ সাড়া জাগিয়েছিলো। আজাদ রহমানের সুরারোপিত এই গানগুলোর সাথে আমাদের লেখা "কেঁদোনা কেঁদোনা মাগো" গানটিও এ দেশের বিখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা সমবেত কণ্ঠে গীত হয় এবং ঐ সাথে মোস্তফা মনোয়ার সাহেবের কারিগরী নির্দেশনায় টেলিভিশানের পর্দায় গানগুলো যে 'এফেক্ট' সৃষ্টি করেছিলো তা বর্ণনাতীত। এই গানগুলো যে কি ভাবে জনতার মনকে মাতিয়ে তুলেছিলো প্রতিরোধ আন্দোলনের সপক্ষে, তা দর্শক ও শ্রোতামাত্রেরই স্মরণে থাকার কথা।

সিনেমার গানেও আজাদ রহমাদ নানারূপ পরীক্ষা চালিয়েছেন—শুধু মাত্র সুরের ব্যাপারেই নয়, বরং কথার মাঝেও। 'প্রিয়তমা' ছবিতে আমাদের লেখা খুরশীদ আলম গীত 'আমার এ কলজেটাকে···হাইজ্যাক করে" ও 'মাসুদ রানা' ছবিতে সাবিনা ইয়াসমিন গীত "ও ডার্লিং" গান ছবি দুটিতেও আহমাদুজ্জামান চৌধুরী রচিত গানে আজাদ রহমান যথেষ্ট নিরীক্ষার স্বাক্ষর রেখেছেন।

আজাদ রহমান তরুণ সুরকার। সামনে তাঁর অনেক দিন রয়েছে, অনেক কিছুই তিনি দিতে পারেন দেশকে, জনগণকে এবং দেশের শিল্প ও সংস্কৃতিকে। শিল্পীর স্বাধীনতা না থাকলে শিল্প প্রাণ পায়না, সবীন হয় না, নিজকে প্রকাশ করতে পারে না আপন মহিমায়। এ স্বাধীনতা যেনো তাঁর শিল্পী জীবনে ও শিল্প সত্তায় থাকে, শিল্পের সাথে রাজনীতির সংঘাত যেনো তাঁর সৃষ্টিকে ব্যাহত, আহত স্থবির করে না তোলে। কারণ শিল্প ও রাজনীতি দুটো আলাদা জিনিস, দু'জনের পথ এক নয়—বিভিন্ন।

পরিশেষে বলবো যে, দীর্ঘদিন ধরে আজাদ রহানের সাথে মিশে এইটুকু জেনেছি, তিনি ধর্মপ্রাণ, সৎ ও নিঃস্বার্থ কর্মী। অমাদের দেশে যে সব কারণে শিল্পীরা অকালে মৃত্যুবরণ করেন, আজাদ রহমান সে সব কারণের ঊর্দ্ধে। আজাদ রহমান দীর্ঘজীবি হোন এবং এ দেশের সংগীত তার প্রতিভা স্পর্শে সমৃদ্ধ হোক এই কামনা করি।

সুরকার আজাদ রহমানকে

হাসান ফকরী (বাবুল)

*

শ্রদ্ধেয় আজাদ ভাই,
জীবন মানে বাঁচা। বাঁচা মানে সংগ্রাম।
সংগ্রামের জন্য হাতিয়ার বাঁচার জন্য সংগ্রাম;
সুতরাং বাঁচার জন্য হাতিয়ার।
এ হাতিয়ার নিয়ে কাড়াকাড়ি শোষক শোষীতে
সে অনাদি কাল হ'তে। আজো তাই।
শোষীতের হাতিয়ার নানা কৌশলে
নিয়ে নিচ্ছে শোষক
তাইতো অনেক খুঁজেও হাতের কাছে পাচ্ছিনা
একটা রাইফেল কিংবা ড্যাগার
নির্বিবাদে সইতে হচ্ছে শত অত্যাচার
বুভুক্ষু থেকেও সাজাতে হচ্ছে
ওদের খাবার টেবিল
সুগন্ধি ভোজন দ্রব্যে।
তবুও কিছুটা যেন বেঁচে আছি। বাঁচার স্বপ্ন দেখি।
আর যেটুকু বেঁচে আছি, যেটুকু বাঁচার স্বপ্ন দেখি
সে হাতিয়ার পেয়ে
যে হাতিয়ার সরবরাহ দিচ্ছেন
আপনি আপনারা নিঃস্বার্থ ভাবে, আমাদের হয়ে;
তা আমাদের মৃতপ্রায় মনে
উদ্দাম জোয়ার এনে দেয়, স্বপ্ন জাগায় বেঁচে থাকার,
বেঁচে যাই সে হাতিয়ার পেয়ে
'কাঁদিস নারে দুঃখ ঘুচে যাবে'
বেঁচে যাই সে জীবনের সন্ধান পেয়ে
'প্রিয়তম তুমি আমার জীবন'।
এসব গান কবিতা বেঁচে থাকারই হাতিয়ার নয় কি
বন্ধুক গুলির মতো?
অবশেষে অবশিষ্ট এ হাতিয়ার ও
কেড়ে নিতে চাচ্ছে শোষক দল!
তাইতো আপনাদের জীবনের নিশ্চয়তার প্রতি
এত উদাসীন
তাইতো আপনাদের চলার পাথেয় মর্যাদাটুকু
হরণ করছে দিন দিন;
আপনাদের বিলুপ্তির অর্থ
আমাদের অবশিষ্ট হাতিয়ারও শেষ
মানে আমাদের মৃত্যু!
আর তাই
আমি আজ সময় থাকতেই
ঝাপিয়ে পড়তে চাই যা আছে
তা নিয়েই ওদের উপর
ছিনিয়ে আনতে চাই
আমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হাতিয়ারগুলি
আর তা দিয়েই নিঃশিহ্ন করে দিতে চাই ওদের
ঐ শোষক দলকে।
তারপর গড়তে চাই এক নূতন সমাজ
শোষণহীন সমাজ
যেথায় পাবেন আপনি চলার পাথেয়
মর্যাদার নিশ্চয়তা,
পাবো বেঁচে থাকার অধিকার।
যেথায় বিনা দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে
সবার মধ্যে তুলে দিতে পারবেন
নূতন নূতন হাতিয়ার
সুখ শান্তির হাতিয়ার।
সুতরাং
বাঁধতে চাবেন না আর
অন্ধ মমতায়
সে দিনের কথা ফিরিয়ে নিন
পারেন তো সেই হাতিয়ার তুলে দিন পুনরায়
সেই মহা ঝংকারে
'সংগ্রাম সংগ্রাম চলবে……।'

—০—

শুভমুক্তি সমাসন্ন

জগলুল মোহাম্মদ নিবেদিত

বাঁদী থেকে বেগম

সপরিবারে দেখবার মতো একটি প্রমোদ চিত্র

অভিনয়ে :— রাজ্জাক, ববিতা, জাফর ইকবাল, খান জয়নুল,
মায়া হাজারিকা ও নবাগত শাহেদ শরীফ।

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ ও গীত রচনায়
আহম্মদ জামান চৌধুরী

সঙ্গীত ঃ আজাদ রহমান

পরিচালনা ঃ মোহসীন

আজাদ রহমান নাইটে
স্বপ্ন বিভোর মমতা কথাচিত্র।

আজাদ রহমানের সুরারোপিত গান
আপনার প্রিয় গান। তাই আমাদের ও অতি প্রিয়।
তাঁরই সঙ্গীত পরিচালনায় আমাদের আগামী ছবি—
মুস্তাফিজ পরিচালিত

মায়ার বাঁধন

কাহিনী-চিত্রনাট্য-সংলাপ-আহম্মদ জামান চৌধুরী—
অভিনয়ে—রাজ্জাক, শাবানা, সুমিতা, শওকত আকবর।

প্রযোজনা পরিবেশনা
*
মমতা কথাচিত্র

হাসান ফকরী কর্তৃক সম্পাদিত, অগ্নেষা প্রিন্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স, ৩৪, তোপখানা রোড, ঢাকা—২ থেকে মুদ্রিত। মূল্য : দুই টাকা মাত্র।